

কুণ্ড-অধিপতিদের ঘটনা

28-Novmber-2024

সাপ্তাহিক সূন্নাতে ভরা ইজতিমার

সূন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(for Islamic Brothers)

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ ط
 أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ط بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

وَعَلَى إِلَيْكَ وَأَصْحَبِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ
 وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
 وَعَلَى إِلَيْكَ وَأَصْحَبِكَ يَا نُورَ اللَّهِ

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْإِعْتِكَافِ

(অর্থাৎ আমি সুনাত ইতিকাহের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাহের নিয়্যত করে নিন, কেননা যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, ইতিকাহের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে মনে রাখবেন! মসজিদে খাওয়া, পান করা, ঘুমানো বা সেহেরী, ইফতার করা এমনকি যমযমের পানি বা দম করা পানি পান করারও শরয়ীভাবে অনুমতি নেই, তবে যদি ইতিকাহের নিয়্যত করা হয় তবে এই সকল বিষয় জাযিয় হয়ে যাবে। ইতিকাহের নিয়্যতও শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য করা উচিত নয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিরই হয়। “ফতোওয়ায়ে শামী”তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চায় তবে তাকে ইতিকাহের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে পানাহার বা ঘুমাতে পারেন)।

দরুদ শরীফের ফযিলত

প্রিয় নবী, রাসূলে পাক, হযুর পুরনূর ﷺ ইরশাদ করেন: **مَنْ صَلَّى عَلَيَّ فِي يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ لَمْ يَبُتْ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ** অর্থাৎ যে ব্যক্তি এক দিনে আমার উপর এক হাজার (১০০০) বার দরুদ পাঠ করবে, সে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে জান্নাতে তার অবস্থান দেখে না নেবে। (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৬, হাদীস: ২৫৯০)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

বয়ান শ্রবণ করার নিয়ত সমূহ

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেন: **أَفْضَلُ الْعَمَلِ الْبَيَّئَةُ الصَّادِقَةُ** অর্থাৎ সত্য নিয়ত সবচেয়ে উত্তম আমল। (জামে সগির, ৮১ পৃ., হাদিস: ১২৮৪)

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়ত করার অভ্যাস গড়ুন কেননা ভালো নিয়ত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শ্রবণ করার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়ত করে নিন! যেমন নিয়ত করুন!

★ ইলমে দ্বীন শিখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ★ আদব সহকারে বসবো ★ দো'জানো হয়ে বসবো ★ বয়ানের মাঝখানে অলসতা করা থেকে বেঁচে থাকবো ★ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ★ যা কিছু শুনবো অপরের নিকট পর্যন্ত পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা করবো।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

সূরা বুরূজের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সূরা বুরূজ পবিত্র কোরআনের একটি ছোট সূরা, যা ৩০তম পারায়ে রয়েছে। এতে মাত্র ১টি রুকু এবং ২২টি আয়াত রয়েছে। “বুরূজ” শব্দের অর্থ হলো নক্ষত্রের মঞ্জিল। এই পবিত্র সূরার শুরুতে নক্ষত্রওয়ালা আসমানের উল্লেখ রয়েছে, যার কারণে একে “সূরা বুরূজ” বলা হয়। এই সূরার শুরুতে একটি শিক্ষণীয়, উপদেশমূলক এবং ঈমান উদ্দীপক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

قَتَلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ ۝

النَّارِ ذَاتِ الْوُقُودِ ۝

إِذْهُمْ عَلَيْهَا قُودٌ ۝ وَهُمْ عَلَىٰ مَا

يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ۝

وَمَا نَقْمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ

يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۝

(পারা ৩০, সূরা বুরূজ, আয়াত ৪-৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: কুণ্ড-অধিপতিদের উপর অভিযান হোক! ওই প্রজ্বলিত আগুনের অধিপতিগণ, যখন তার কিনারায় বসেছিলো; এবং তারা নিজেরাই সাক্ষী রয়েছে (সে সম্পর্কে) যা কিছু তারা মুসলমানদের সাথে করছিলো। এবং তাদের নিকট মুসলমানদের খারাপ লেগেছে এটা নয় কি যে, তারা ঈমান এনেছে আল্লাহ্ মহা সম্মানিত, সমস্ত প্রশংসায় প্রশংসিতের উপর?

কুণ্ড-অধিপতিদের ঘটনা

এই আয়াতগুলোতে কুণ্ড-অধিপতিদের আলোচনা করা হয়েছে। তারা কারা? তাদের ঘটনা কী? এর বিস্তারিত হাদীসের প্রসিদ্ধ কিতাব মুসলিম শরীফে রয়েছে। হাদীসে পাকটি অনেক দীর্ঘ, এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ হলো, পূর্ববর্তী সম্প্রদায়ের মধ্যে এক বাদশাহ ছিল, যে নিজেকে খোদা দাবি করত। লোকেরা তাকে তাদের খোদা মান্য করতো এবং তার পূজা

করতো। আল্লাহ পাক ঐ জাতিকে হেদায়ত প্রদান করতে চাইলেন, তাই আল্লাহ পাক সেই জাতির এক যুবককে হেদায়ত দান করলেন, সে একজন নেক ঈমানদার ব্যক্তির সাহচর্য লাভ করলো, যার বরকতে সে কালেমা পাঠ করে সত্য দ্বীনের অনুসারী হয়ে গেলো। আল্লাহ পাক এই যুবককে উচ্চ মর্যাদা দান করলেন, তাকে তাঁর বেলায়তের মুকুট পরিধান করালেন এবং তার হাতে কারামত প্রকাশ হতে লাগলো, তার দোয়ার বরকতে অন্ধ এবং কুষ্ঠরোগীরা আরোগ্য লাভ করতে লাগলো, কিছুদিনের মধ্যেই তার খ্যাতি বাদশাহ পর্যন্ত পৌঁছে গেলো। এখন কী হলো, বাদশাহ সেই মিথ্যা খোদা দাবী, তার তো সকল ধান্ধাবাজি শঙ্কায় পড়ে গেলো। যদি এই ওলীযুল্লাহর দোয়ায় অন্ধরা আরোগ্য লাভ করতে থাকে তবে বাদশাহকে খোদা মানবে কে। সুতরাং বাদশাহ এই ওলীযুল্লাহকে হত্যা করার সর্বাত্মক অপচেষ্টা করলো, কখনো পাহাড়ের চূড়া থেকে নিচে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করলো, তাতেও ব্যর্থ হলো, কখনো সমুদ্রের মাঝে পানিতে ফেলে দিয়ে ডুবিয়ে মারার অপচেষ্টা করলো, তাতেও ব্যর্থ হলো, অবশেষে সেই কামিল ওলী নিজেই বললেন: হে বাদশাহ! তুমি যদি আমাকে শহীদ করতেই চাও, তবে এর একটি মাত্র উপায় আছে, একটি খোলা ময়দানে সবাইকে জড়ো করো! আমাকে খেজুর গাছের সাথে বেঁধে بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ বলে তীর মারো।

বাদশাহ পদ্ধতিটি শুনে খুবই খুশি হলো, দ্রুত মানুষ জড়ো করা হলো, একটি খোলা ময়দানে খেজুর গাছ লাগিয়ে তাতে ওলীযুল্লাহকে বাঁধা হলো, এবার বাদশাহ ধনুকে তীর লাগালো, তা টানলো এবং বললো: بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ আল্লাহ পাকের নামে, যিনি এই যুবকের প্রতিপালক। এই

বলে বাদশাহ তীর নিক্ষেপ করলো, তীর সেই কামিল ওলীর কানের পাশে লাগলো এবং তার প্রাণ বের হয়ে গেলো।

যখন লোকেরা এই দৃশ্য দেখলো যে, ঐ বাদশাহ, যে কিনা নিজেকে খোদা দাবী করে, তার সকল প্রচেষ্টা বিফল হয়ে গেলো, অবশেষে এই যুবকের প্রতিপালকের নামই কাজে এলো, তখন তারা বুঝে গেলো যে, সত্যিকার খোদা এই বাদশাহ নয়, বরং এই যুবকের প্রতিপালক, অতএব সবাই কালেমা পাঠ করলো এবং সত্য দ্বীনের অনুসারী হয়ে গেলো।

এবার তো বাদশাহ অনেক রাগান্বিত হলো, তার খোদা দাবীর প্রতারণা প্রকাশ হয়ে গেলো, লোকেরা তাকে ছেড়ে এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলো, অতএব বাদশাহ রাগে ফুসে উঠলো এবং আদেশ দিলো: গলির পাশে গর্ত খুঁড়ে তাতে আগুন জ্বালিয়ে দাও, বাদশাহর আদেশ পালন করা হলো, এবার বাদশাহ নির্দেশ জারি করলো যে, যেই ব্যক্তি নিজের ধর্ম থেকে ফিরে আমাকে খোদা মানবে না, তাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। বাদশাহর এই আদেশটিও পালন করা হলো। মানুষদেরকে এই আগুনে নিক্ষেপ করতে লাগলো, এক পর্যায়ে এক মহিলা এলো, তার কোলে একটি ছোট শিশু ছিল, সেই ঈমানদার মহিলার তো নিজের জন্য কোন বিপদ ছিলো না, কিন্তু মায়ের মমতা উদ্বেলিত হলো এবং সেই মা নিজের সন্তানকে দেখে কিছুটা দ্বিধায় পরলো (আগুনে লাফিয়ে পড়তে কিছুটা দ্বিধা করলো), তখন শিশুটি বললো: মা! ধৈর্য ধরো....! চিন্তিত হয়ো না, নিশ্চয় তুমি সত্য দ্বীনের উপর রয়েছো। (মুসলিম, কিতাবুয যুহুদ ওয়ার রিকাক, পৃষ্ঠা ১১৪৫, হাদীস ৩০০৫) অবশেষে সেই শিশু এবং তার মাকেও আগুনে নিক্ষেপ করা হলো। (তাফসীরে সীরাতুল জিনান, পারা ৩০, সূরা বুরজ, ৪-৭নং আয়াতের পাদটীকা, পৃষ্ঠা ৬০৫)

বর্ণনা অনুযায়ী, অত্যাচারী বাদশাহর এই অত্যাচারে আল্লাহ পাকের গযব প্রকাশ পেলো এবং দেখতে দেখতেই সেই আগুন, যা বাদশাহ ঈমানদারদের পোড়ানোর জন্য প্রজ্বলিত করেছিল, তা গর্তের প্রান্ত থেকে বেরিয়ে এলো এবং সেই অত্যাচারীদের পুড়িয়ে ছাই করে দিলো।

(তাকসীরে বাগতী, পারা ৩০, সূরা বুরূজ, ৫নং আয়াতের পাদটীকা, ৪/৫৯০)

কোরআনের ঘটনা থেকে অর্জিত শিক্ষা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা একটি কোরআনী ঘটনা শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করলাম। এই ঘটনা থেকে আমরা অনেক কিছু শিক্ষা পাই। যেমন:

(১) মুসলমান ও পরীক্ষা

এই ঘটনা থেকে জানা গেলো যে, আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে ঈমানদারদের পরীক্ষা নেয়া হয়। সফল মুসলমান সেই ব্যক্তি, যে পরীক্ষায় ধৈর্য এবং কৃতজ্ঞতা সহকারে অটল থাকে।

এটি একটি বড় শিক্ষা। আমাদের সমাজে অনেক মানুষ এরূপ মনে করে থাকে, অনেক সময় প্রশ্নও করে যে, আমরা মুসলমান, আল্লাহ পাককে মানি, তাঁর রাসূল ﷺ এর কালেমা পড়ি, আল্লাহ পাকের সামনে মাথা নত করি, তাঁর ইবাদত করি, তবুও কেন আমরা পরীক্ষার সম্মুখীন হই, মুসলমানদের মধ্যে দারিদ্র্যতাও রয়েছে, অভাবও রয়েছে, পরীক্ষাও রয়েছে, এই মুহূর্তে সারা পৃথিবীতে মুসলমানরা বিভিন্ন ধরনের বিপদেরও শিকার রয়েছে, অথচ অমুসলিমদের অবস্থা আমাদের চেয়ে অনেক ভালো, তারা ধনীও, তাদের বড় বড় বিল্ডিংও রয়েছে, তাদের মধ্যে সমৃদ্ধিও আছে, সবকিছুই রয়েছে। কেন এমনটা হয়? এর খুবই সহজ

উত্তর রয়েছে, হাদীস শরীফে ইরশাদ করা হয়েছে: **الدُّنْيَا سَجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ**
 দুনিয়া মুসলমানের জন্য জেলখানা এবং অমুসলিমের জন্য জান্নাত।

(মুসলিম, কিতাবুয যুহুদ ওয়ার রিকাক, পৃষ্ঠা ১১৩৩, হাদীস ২৯৫৬)

এবার নিজেই চিন্তা করুন: জেলখানায় কী হয়? পরীক্ষা, কষ্ট, অভাবই তো হয়ে থাকে। অতএব আমরা মুসলমান, তো এই পৃথিবীতে আমাদের উপর পরীক্ষা আসবেই আসবে।

লোকেরা মুসলমান হওয়াকে সহজ মনে করে

আল্লাহ পাক কোরআন মজীদে ইরশাদ করেন:

أَحْسِبِ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ
 يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿٢٠﴾
 (পারা: ২০, সূরা আনকাবুত: আয়াত ২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: লোকেরা
 কি এ অহঙ্কারের মধ্যে রয়েছে যে,
 এতটুকু কথার উপর তাদেরকে ছেড়ে
 দেওয়া হবে যে, তারা বলবে, ‘আমরা
 ঈমান এনেছি’। তাদেরকে পরীক্ষা করা
 হবে না?

তাফসীরে সিরাতুল জিনানে রয়েছে: জানা গেলো যে,
 মুসলমানদেরকে তাদের ঈমানী শক্তি অনুযায়ী পরীক্ষা নেয়া, আল্লাহ
 পাকের একটি নিয়ম। অসুস্থতা, দারিদ্রতা, অভাব, বিপদ, এ সবই আল্লাহ
 পাকের পক্ষ থেকে আসা পরীক্ষা, যার মাধ্যমে মুখলিস ও মুনাফিকদের
 মধ্যে পার্থক্য হয়ে যায়।

(তাফসীরে সিরাতুল জিনান, পারা ২০, সূরা আনকাবুত, ২০নং আয়াতের পাদটীকা, ৭/৩৪২)

পরীক্ষা প্রিয়জনদের উপরই আসে

হযরত আনাস **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** থেকে বর্ণিত, প্রিয় নবী **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ**
 ইরশাদ করেন: বড় সাওয়াব, বড় বিপদের সঙ্গে থাকে আর যখন আল্লাহ

পাক কোনো জাতিকে ভালোবাসেন, তখন তাদেরকে পরীক্ষায় লিপ্ত করেন, ব্যস যে ব্যক্তি এতে সন্তুষ্ট থাকে, তার জন্য আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি আর যে অসন্তুষ্ট হয়, তার জন্য অসন্তুষ্টি। (ইবনে মাজাহ, কিতাবুল ফিতন, পৃষ্ঠা ৬৫১, হাদীস ৪০৩১)

পরীক্ষা আসাও রহমত স্বরূপ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই পর্যায়ে একটি ব্যাখ্যা করে দিই: দুনিয়ায় ঈমানদারদের উপর যে সব কষ্ট ও পরীক্ষা আসে, তাও মূলত আল্লাহ পাকের রহমত স্বরূপ। এই ব্যাপারে একটি ঈমান উদ্দীপক বর্ণনা শুনুন! বর্ণিত আছে: দুইজন ফেরেশতা ছিলো, একজন আকাশ থেকে পৃথিবীর দিকে আসছিলো, আরেকজন পৃথিবী থেকে আকাশের দিকে যাচ্ছিলো। দু'জনের মধ্যে সাক্ষাৎ হলো। এক ফেরেশতা আরেকজনকে জিজ্ঞাসা করলো: আপনি কোথা থেকে আসছেন? অন্যজন বললো: অমুক শহরে একজন অমুসলিম বাস করে, সে খুবই অসুস্থ ছিল, তার মৃত্যুর সময় প্রায় ঘনিয়ে এসেছিল। এই অমুসলিম যত ভালো কাজ করেছে, তার সব প্রতিদান দুনিয়ায় তাকে দিয়ে দেয়া হয়েছে (তাই আখিরাতের জন্য তার কোনো ভালো কাজ অবশিষ্ট নেই, যার বদলে তাকে কিয়ামতের দিন কোনো প্রতিদান দেয়া হবে)। তবে হ্যাঁ, একটি ভালো কাজ বাকি ছিল। জীবনের শেষ মুহূর্তে সেই অমুসলিম মাছ খেতে চেয়েছিল, অতএব মাছের সন্ধান করা হলো কিন্তু শহরজুড়ে কোথাও মাছ পাওয়া গেলো না। আল্লাহ পাক আমাকে হুকুম দিলেন যে, তার জন্য যেনো মাছের ব্যবস্থা করি, যাতে তার যে একটি ভালো কাজ অবশিষ্ট ছিলো, তার প্রতিদানও দুনিয়াতেই হয়ে যায় (এবং সে আখিরাতের জন্য সম্পূর্ণ নিঃস্ব ও খালি হাতে থাকে)। অতএব আমি সেই অমুসলিমের জন্য মাছের ব্যবস্থা করতে গিয়েছিলাম।

এই ফেরেশতা তার কথা শেষ করার পর অন্য ফেরেশতাকে জিজ্ঞাসা করলো: আপনি কোথায় যাচ্ছেন? বললো: অমুক শহরে একজন মুসলমান রয়েছে, তারও মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসেছে। তার যত গুনাহ ছিল, সবকিছুর প্রতিদান স্বরূপ তাকে পরীক্ষার লিগু করা হয়েছে। এখন তার আমলনামায় কোনো গুনাহ অবশিষ্ট নেই, শুধু একটি গুনাহ বাকি আছে। তার শেষ মুহূর্তে তার তৃষ্ণা লেগেছে এবং সে পানি পান করতে চাইলো। আমাকে আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, তার পানি যেনো ফেলে দিই, যাতে এই শেষ পরীক্ষার মাধ্যমে তার শেষ গুনাহটিও ক্ষমা হয়ে যায় এবং গুনাহ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র হয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়।

(নাওয়াদিরুল কালইউবী, পৃষ্ঠা ১১৩)

سُبْحَانَ اللَّهِ! প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কিরূপ শান আমার রহমান ও রহীম প্রতিপালকের...!! আমরা তাঁর বান্দা, তিনি আমাদের আনন্দ দান করুন বা পরীক্ষায় ফেলুন, এটা তাঁর ইচ্ছা, প্রতিটি অবস্থায় তাঁর অনুগ্রহই বিদ্যমান। কিন্তু উৎসর্গিত হয়ে যান! তাঁর দয়া কতইনা বিস্তৃত, আমরা গুনাহ করি, নিজেদেরকে জাহান্নামের হকদার বানাই এবং আমাদের কাদীর ও কাইয়ুম প্রতিপালক আমাদের উপর পরীক্ষা পাঠিয়ে আমাদের গুনাহ মুছে দেন এবং আমাদের জন্য জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দেন।

ঈমানের উপর অটল থাকুন!

যাক! জীবনে পরীক্ষা আসেই, দাব্দিতাও আসে, অভাবও আসে, সমস্যাও আসে, চিন্তাও হয়, অনেক সময় অত্যাচার ও নিপীড়নের শিকারও করা হতে পারে। এই অবস্থায় আমাদের উচিত যে, ধৈর্য্য ধারণ করা এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব, যা এই সময়ে আমাদের উপর বর্তায়, তা হলো; আমাদের ঈমানকে পরিপূর্ণভাবে রক্ষা করা। আমরা খাদ

ওয়ালাদের কোরআনী ঘটনাটি শুনেছি, এর প্রতি একটু ভেবে দেখুন! যেই বাদশাহ নিজেকে খোদার দাবী করছিলো, সে কঠোর অত্যাচারী ছিলো, সে ঈমানদারদের উপর অত্যাচার করেছিলো, তাদেরকে জীবন্ত আগুনে নিক্ষেপ করেছিলো। উৎসর্গিত হয়ে যান! সেই দৃঢ় ঈমানের লোকেরা আগুনে পোড়া, জীবন দেয়া মেনে নিয়েছিলো কিন্তু তাদের ঈমান থেকে কণা পরিমাণও পিছিয়ে যায়নি, এমনকি এক মা, তার শিশুকে কোলে নেয়া অবস্থায় আগুনে নিক্ষেপ করে দেয়া হয়েছিলো, তিনিও মৃত্যুকে তো গ্রহণ করে নিয়েছিলেন কিন্তু নিজের ঈমানের সাথে ব্যবসা করেননি।

এটি একটি অসাধারণ বিষয়, খুবই সাহসিকতা এবং মনোবলের বিষয়। এ থেকে আমাদের এই শিক্ষা অর্জিত হয় যে, একজন মুমিন বান্দা নিজের উপর সর্বদা অটল থাকে, কষ্ট এবং বিপদে আতঙ্কিত হয়ে ভেঙে পড়ে না, তার অন্তরে সন্দেহ আসে না বরং সে তার ঈমানের উপর, তার বিশ্বাসের উপর, আল্লাহ পাকের উপর ভরসায় অটল থাকে। তাকে যদি ফুলের মালা দেয়া হয় বা তলোয়ার দ্বারা আঘাত করা হয়, তাকে পানিতে ডুবিয়ে দেয়া হয় বা আগুনের শিখায় নিক্ষেপ করা হয়, সর্বাবস্থায়, প্রতিটি পরিস্থিতিতে অটলতার পাহাড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

(২) কষ্ট দিবেন না!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা কুণ্ড-অধিপতিদের ঘটনা শুনেছি, এই কোরআনী ঘটনা থেকে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা আমরা শিক্ষা পাই, তা হলো আল্লাহ পাক কোরআনে পাকেই উল্লেখ করেছেন, ইরশাদ হচ্ছে:

إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَ
الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمَّا تَبَوَّأُوا فَلَهِمْ عَذَابُ
جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ﴿١٠﴾
(পারা ৩০, সূরা বুরজ, আয়াত ১০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:
নিশ্চয় যারা মুসলমান পুরুষদের ও
মুসলমান নারীদেরকে কষ্ট দিয়েছে
অতঃপর তাওবা করে নি, তাদের
জন্য জাহান্নামের শাস্তি ও তাদের
জন্য আগুনের শাস্তি।

জানা গেলো; মুসলমানকে কষ্ট দেয়া খুবই কঠিন গুনাহ এবং
ভয়ঙ্কর অপরাধ, এর শাস্তি খুবই মারাত্মক। দেখুন! যেই বাদশাহ নিজেকে
খোদা দাবী করতো, সে মুসলমানদের অন্যায়ভাবে কষ্ট দিয়েছে, তাদেরকে
আগুনে পুড়িয়েছে, এর ফলস্বরূপ কী ঘটলো...? আল্লাহ পাকের গযবে
জোয়ার উঠলো এবং বাদশাহ ও তার সৈন্যরা নিজেদের জ্বালানো আগুনে
পুড়ে ছাই হয়ে গেলো।

আল্লাহ পাক আমাদেরকে এমন বিপজ্জনক অপরাধ
এবং এমন ভয়ঙ্কর শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।

হে আশিকানে রাসূল! খুব দুঃখজনক বিষয় যে, আজকাল
মুসলমানদের কষ্ট দেয়াকে খুবই নগন্য মনে করা হচ্ছে, মানুষ নিদ্বিধায়
অন্যকে কষ্ট দেয় এবং একদমই ভয় পায় না। ♦ কেউ চুগলী করে
অন্যকে কষ্ট দেয়, ♦ কেউ গালি দিয়ে হৃদয় ভাঙে, ♦ অন্যের সম্পদ
অন্যায়ভাবে দখল করে, ♦ নির্দোষ এবং অস্থানে রাগ ঝেড়ে, ♦ মেরে,
♦ মারিয়ে ♦ মানুষকে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে ♦ ওজনে কম দিয়ে
♦ সম্পদ লুটপাট করে, ♦ ঠাট্টা করে, ♦ উপহাসের তীর বর্ষণ করে,
♦ ফ্রাঙ্কের নামে অন্যের আত্মসম্মান নষ্ট করে, ♦ সোশ্যাল মিডিয়ায়
ভিডিও ভাইরাল করে এবং ♦ কে জানে কী কীভাবে অন্যদের কষ্ট দিচ্ছে।

আর এর চেয়েও বিপজ্জনক বিষয় হলো, অন্যকে কষ্ট দিয়ে মানুষ আনন্দিত হয়, নিজেকে বাহাদুর মনে করে, অন্যকে ধোকা দেয়াকে নিজের চতুরতা মনে করে, তাই তারা না তাওবা করে, না নিজেদের আখিরাতে কথা ভাবে।

খারাপ এবং ভাল ব্যক্তির পরিচয়

একবার রাসূলে পাক ﷺ সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ কে ইরশাদ করলেন: আমি কি তোমাদের ভাল এবং খারাপ ব্যক্তি সম্পর্কে জানাবো না? একজন আরয করলো: জি হ্যাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! আমাদেরকে আমাদের খারাপ এবং ভালদের সম্পর্কে জানান! ইরশাদ করলেন: তোমাদের মধ্যে ভাল হলো সেই ব্যক্তি, যার নিকট কল্যাণ আশা করা যায় এবং তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকে আর তোমাদের মধ্যে খারাপ হলো সেই ব্যক্তি, যার নিকট কল্যাণ আশা করা যায় না এবং তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ নয়।

(তিরমিযী, কিতাবুল ফিতন, অধ্যায় ৭২, পৃষ্ঠা ৫৪৪, হাদীস ২২৬৩)

এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যার সারাংশ হলো; ঐ ব্যক্তি, মানুষের অন্তর যার পক্ষ থেকে প্রশান্ত হয়, মানুষ তার ব্যাপারে বিশ্বাস রাখে যে, এই ব্যক্তি কাউকে কষ্ট দেয় না বরং যতদূর সম্ভব অন্যদের উপকারই করে, এমন ব্যক্তি খুবই ভাল, পক্ষান্তরে ঐ ব্যক্তি, যাকে মানুষ ভয় পায়, যার পক্ষ থেকে কল্যাণ আশা করে না এবং যার অনিষ্ট থেকে বাঁচার চেষ্টা করে, সে খুবই খারাপ মানুষ। (মিরআতুল মানাজীহ, ৬/৫৭৯)

মুসলমানের রক্ত, সম্পদ এবং সম্মান অপর মুসলমানের উপর হারাম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের প্রিয় ধর্ম ইসলাম প্রতিটি মুসলমানের জীবন, সম্পদ এবং সম্মানের সুরক্ষার নিশ্চয়তা দেয়। সর্বশেষ নবী ﷺ ইরশাদ করেন: **كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعَرْضُهُ** অর্থাৎ প্রত্যেক মুসলমানের রক্ত, সম্পদ এবং সম্মান অন্য মুসলমানের উপর হারাম। (মুসলিম, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ, পৃষ্ঠা ৯৯৫, হাদীস ২৫৬৪)

প্রসিদ্ধ মুফাসসিরে কোরআন, হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান **رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ** এই হাদীসে পাকের আলোকে লিখেন: কোনো মুসলমান অন্য কোনো মুসলমানের সম্পদ তার অনুমতি ব্যতিত নিবে না, কাউকে অসম্মান করবে না, কাউকে অন্যায়ভাবে এবং অত্যাচার করে হত্যা করবে না; কারণ এগুলো সবই গুরুতর অপরাধ। (মিরআতুল মানাজীহ, ৬/৫৫৩)

(৩) মাছ বৃদ্ধাঙ্গুল কাটলো

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অন্যদের কষ্ট দেয়া এত বড় গুনাহ যে, এর ফলে আল্লাহ পাকের গযব চলে আসে এবং অনেক সময় এই মারাত্মক গুনাহের শাস্তি দুনিয়াতেই দিয়ে দেয়া হয়। হযরত ইমাম মুহাম্মদ বিন আহমদ যাহবী **رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ** লিখেন: জনৈক বুয়ুর্গ এক ব্যক্তিকে দেখলেন যার হাত কাঁধ থেকে কাটা ছিলো এবং সে ঘোষণা করছিলো; যারা আমাকে দেখছে তারা যেন কারো উপর অত্যাচার না করে। আমি তার কাছে পুরো ঘটনা জিজ্ঞাসা করলাম, তখন সে বললো: আমার ব্যাপারটি খুবই অদ্ভুত, আমি কিছু দুষ্কৃতকারীর সঙ্গী ছিলাম। একদিন আমি একজন জেলে থেকে মাছ ছিনিয়ে নিলাম এবং বাড়ির দিকে চলতে লাগলাম।

পথিমধ্যে মাছটি আমার বৃদ্ধাঙ্গুলে কামড় বসিয়ে দিলো। যেভাবেই হোক, আমি বাড়িতে পৌঁছলাম এবং মাছটিকে একপাশে ছুড়ে মারলাম। আঙুলের ব্যথা ও যন্ত্রণার কারণে আমি সারারাত ঘুমাতে পারলাম না। সকালে আমি ডাক্তারের কাছে গেলাম এবং তাকে আমার ক্ষত হাত দেখালাম। তিনি বললেন যে, বৃদ্ধাঙ্গুল কেটে ফেলতে হবে। আমি আমার বৃদ্ধাঙ্গুলটি কাটিয়ে দিলাম। তারপর একদিন আমার হাতে আঘাত লাগলো, ফলে পুরানো ক্ষত আবার তাজা হয়ে গেল, আমি প্রচণ্ড কষ্ট পেতে লাগলাম। আমি ডাক্তারের কাছে গেলাম, তিনি হাত কাটার কথা বললেন, আমি কেটে দিলাম কিন্তু ব্যথা পুরো বাহুতে ছড়িয়ে পড়ল। আমি অত্যন্ত কষ্টে ছিলাম, একটি মুহূর্তও শান্তি পাচ্ছিলাম না। ফলে প্রথমে কনুই পর্যন্ত এবং তারপর কাঁধ পর্যন্ত হাত কেটেছে। কিছু মানুষ আমার কষ্ট গুরু হওয়ার কারণ জানতে চাইলে, আমি তাদের মাছের ঘটনাটি বললাম। তারা বলল: যদি তুমি প্রথমে জেলের নিকট গিয়ে কাছে ক্ষমা চাইতে এবং তাকে সন্তুষ্ট করতে, তাহলে হয়তো তোমাকে এই অঙ্গগুলি কাটাতে হতো না। এখনও সময় আছে, কষ্ট পুরো শরীরে ছড়িয়ে পড়ার আগে ওই ব্যক্তির কাছে যাও এবং তাকে সন্তুষ্ট করো। আমি খুব কষ্ট করে জেলেকে খুঁজে বের করলাম এবং ক্ষমা চাওয়ার জন্য তার পায়ের কাছে পড়ে গেলাম। সে চিন্তিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো: তুমি কে? আমি বললাম: আমি সেই ব্যক্তি, যে তোমার কাছ থেকে মাছ ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম। তারপর আমি তাকে পুরো ঘটনা বললাম এবং কাটা হাত দেখালাম, তখন সে কাঁদতে লাগল এবং বলল: আমার ভাই! আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম। আমি তাকে সাক্ষী বানিয়ে ভবিষ্যতে কাউকে কষ্ট দেওয়ার বিষয়ে তাওবা করে নিলাম।

(আল কাব্যির, পৃষ্ঠা ৮০)

শক্তি এবং ক্ষমতার নেশা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! একটি খুবই বিপজ্জনক বাতেনী রোগ হল: ক্ষমতার নেশা। আমাদের এই রোগকে নিজেদের মধ্যে থেকে অবশ্যই নির্মূল করতে হবে, কারণ সাধারণত অত্যাচার সেই করে, যার মধ্যে শক্তি ও ক্ষমতার নেশা থাকে।

এটাও মনে রাখুন! শক্তি ও ক্ষমতার নেশায় সামর্থ্য থাকা জরুরি নয়, অনেক সময় সামর্থ্যই নেই, কিন্তু মানুষ নিজেদের ধারণায় নিজেকে সামর্থ্যবান বলে মনে করে।

এটিই মূল বিষয়, যে ব্যক্তি নিজের মধ্যে থেকে শক্তি ও ক্ষমতার এই নেশা শেষ করে নিবে, আমি আমি করবে না, নিজের নফসকে নিয়ন্ত্রণ করে নিবে অথবা এভাবে বলা যায় যে, নিজের ভেতরের ফেরাউনকে হত্যা করে নিবে, তবে আসলেই সে ব্যক্তি অত্যাচার থেকে বাঁচতে পারবে। সমাজে লক্ষ্য করুন! যে ব্যক্তি নম্র হয়, সে কখনও অন্যদের কষ্ট দেয় না, যদি ভুলবশত কাউকে কিছু বলেও ফেলে, দ্রুত ক্ষমা চাইতে চলে আসে। কিন্তু যে নম্র নয়, যে নিজেকে কিছু মনে করে, সে অল্পতেই রেগে যায়।

এজন্য আমাদের নিজেদের মধ্যের ফেরাউনকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, নম্রতা অবলম্বন করতে হবে। হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام আল্লাহ পাকের নবী, তাঁর একটি প্রসিদ্ধ দরবারী পাখি আছে: হুদহুদ। একবার হুদহুদ হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام এর অনুমতি ছাড়াই কোথাও চলে যায়, এই কারণে হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام কঠোরভাবে অসন্তুষ্ট হলেন এবং বলেন: হুদহুদ ফিরে আসলে আমি তাকে শাস্তি দিবো। যখন হুদহুদ ফিরে এলো এবং দেখলো যে, হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام রাগান্বিত হয়ে আছেন, তখন সে নম্রতা প্রদর্শন করে, তার পাখাগুলো মাটিতে হেঁচড়িয়ে উপস্থিত

হয় এবং সুযোগ বুঝে আদবের সীমায় থেকে কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাকের আদালতে উপস্থিতির কথা আলোচনা করে। তখন কিয়ামতের কথা শুনে হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام কেঁপে উঠলেন এবং তাকে ক্ষমা করে দিলেন। (তাকসীরে খাযিন, পারা ১৯, সূরা নামল, ২১ নং আয়াতের পাদটীকা, ৩/৩৪২)

আল্লাহ পাক আমাদেরও খোদাভীতি নসীব করো, আহা! আমরা যেন নম্রতার প্রতিচ্ছবি হতে পারি। أَمِينَ بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

নেক আমল নম্বর ১৮ এর উৎসাহ প্রদান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিজের ঈমানের নিরাপত্তা, নেক আমল করা এবং গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য আশিকানে রাসুলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকুন, ১২টি দ্বীনি কাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নিন। إِنْ شَاءَ اللَّهُ খোদাভীতি এবং ইশকে রাসুল নসীব হবে, আল্লাহ পাকের ভালোবাসা অর্জিত হবে এবং দ্বীন ও দুনিয়ার অসংখ্য কল্যাণ লাভ হবে। أَلْحَمْدُ لِلَّهِ শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ আমাদের সংশোধনের জন্য "৭২টি নেক আমল" নামে একটি পুস্তিকা প্রদান করেছেন, যাতে অনেক নেক আমল প্রশ্ন-উত্তর আকারে উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে একটি নেক আমল নম্বর ১৮ হল: "আপনি কি আজ প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় কোরআন পড়েছেন বা পড়িয়েছেন?" এই নেক আমলের বরকতে আমরা নিজেদের কোরআন পড়া শিখতে পারি এবং অন্যদেরও পড়াতে পারি। কোরআন শেখা ও শেখানো একটি অত্যন্ত সাওয়াবের কাজ, যেমন হাদীসে এসেছে: "তোমাদের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি, যে কোরআন শিখে এবং অন্যদের

শেখায়।" (বুখারী, ৩/৪১০, হাদীস ৫০২৭) তাই আমাদের উচিত প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায়ে পড়া এবং যদি কোরআন জানা থাকে, তবে অন্যদের পড়ান এবং প্রচুর সাওয়াব অর্জন করুন।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

সফরের সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ** এর "আবু জাহেলের মৃত্যু" পুস্তিকার ২১নং পৃষ্ঠা থেকে সফরের সুন্নাত ও আদব শোনার সৌভাগ্য লাভ করি। ❀ যখন সফর করবে, তখন উত্তম হলো, সোমবার, বৃহস্পতিবার বা শনিবার সফর করা। (ফাতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৩/৪০০) ❀ প্রিয় নবী **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** হযরত জুবায়র বিন মুতইম **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** কে সফরে তার সঙ্গীদের চেয়ে বেশি সমৃদ্ধ থাকার জন্য সফরের পূর্বে এই ওযিফা পড়তে ইরশাদ করেন: (১) সূরা কাফিরুন, (২) সূরা নাসর, (৩) সূরা ইখলাস, (৪) সূরা ফালাক, (৫) সূরা নাস। প্রতিটি সূরা একবার এবং প্রতিটির শুরুতে **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** এবং শেষেও একবার সম্পূর্ণ **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** পাঠ করে নিন (এভাবে সূরা পাঁচটি হবে এবং **بِسْمِ اللَّهِ** শরীফ ছয়বার হবে) হযরত জুবায়র বিন মুতইম **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** বলেন: আমি তো ধনী ছিলাম কিন্তু যখন সফরে যেতাম তখন (সব সঙ্গীদের থেকে আমি বেশি) কষ্টে পড়ে যেতাম, যখন থেকে এই সূরাগুলি সফরের আগে পড়তে শুরু করেছি, এর বরকতে ফিরে আসা পর্যন্ত সমৃদ্ধ ও ধনীই রইলাম। (আবু ইয়ালা, ৬/২৬৫, হাদীস: ৭৩৮২)

ঘোষণা:

সফরের অবশিষ্ট সুন্নাত শেখা শেখানোর হালকায় বর্ণনা করা হবে, অতএব তা জানার জন্য শেখা শেখানোর হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পাঠিত ৬টি দরুদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরুদ শরীফ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي
الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ

বুয়ুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরুদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় রাসূলে পাক **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, প্রিয় নবী **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِهِ وَسَلِّمْ

হযরত সায্যিদ্‌না আনাস **رَضِيَ اللهُ عَنْهُ** থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরুদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা

صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরুদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরুদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِي عِلْمِ اللهِ صَلَاةٌ دَائِمَةٌ بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুয়ুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরুদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরুদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى لَهُ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ আশ্চর্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরুদে শাফায়াত

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَاَنْزِلْ لَهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম ﷺ ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরুদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا هُوَ أَهْلُهُ

হযরত সাযিয়্যুনা ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা ﷺ ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। (মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে, সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

সহনশীল দয়ালু আল্লাহ পাক ব্যতীত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। আল্লাহ পাক পবিত্র, যিনি সত্তা আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! ﷺ

সাপ্তাহিক ইজতিমার হালকার সিডিউল ২৮ নভেম্বর ২০২৪ইং

- (১) সুন্নাত ও আদব শিখা: ৫ মিনিট (২) দোয়া মুখস্ত করানো ৫ মিনিট,
(৩) যাচাই: ৫ মিনিট, সর্বমোট ১৫ মিনিট

সফরের অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব

❖ আয়না, সুরমা, চিরুনী, মিসওয়াক সঙ্গে রাখুন, কেননা এটা সুন্নাত। (বাহারে শরীয়ত, ১/১০৫১, অংশ ৬) ❖ রাস্তায় উপরের দিকে চড়তে বা সিঁড়িতে চড়ার সময়, বাস ইত্যাদি যখন রাস্তার উঁচু দিকে উঠে, তখন “اللَّهُ أَكْبَرُ” এবং সিঁড়ি বা নিচের দিকে নামার সময় “سُبْحَانَ اللَّهِ” বলুন। ❖ গন্তব্যে নামার সময় এটি পাঠ করুন: اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ط অনুবাদ: আমি আল্লাহ পাকের পূর্ণ বাণীর মাধ্যমে সমস্ত সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। اِنْ شَاءَ اللَّهُ প্রত্যেক ক্ষতি থেকে বেঁচে থাকবে। (আল হিসনুল হাসীন, পৃষ্ঠা ৮২) ❖ সফরের সময় নামায়ে কখনো যেনো অলসতা না হয়। ❖ রাস্তায় বাস নষ্ট হয়ে গেলে ড্রাইভার বা বাসের মালিককে গালিগালাজ করে বা অভিযোগ করে নিজের আখিরাতের ক্ষতি করার পরিবর্তে, ধৈর্য ধারণ করুন এবং জান্নাত লাভের আশায় যিকির ও দরুদ পড়ায় লিপ্ত হয়ে যান। ❖ ভিড়ের সময় যদি কোনো দুর্বল বা রোগীকে দেখেন, তবে সাওয়াবের নিয়তে তাকে বাসে জোড়পূর্বক নিজের আসন প্রদান করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের দোয়া

দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার শিডিউল অনুযায়ী “দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের দোয়া” মুখস্ত করানো হবে।
দোয়াটি হলো:

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

(পারা ২, সূরা বাকারা, আয়াত ২০১)

অনুবাদ: হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়ায় কল্যাণ দান করো এবং আমাদেরকে আখিরাতে(ও) কল্যাণ দান করো এবং আমাদেরকে দোজখের আযাব থেকে রক্ষা করো। (ফাযায়িলে দোয়া, পৃষ্ঠা ২৪৬)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেন: (আখিরাতের বিষয়ে) এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা ভাবনা করা ৬০ বছরের (নফল) ইবাদত থেকে উত্তম।

(জামিউস সগীর লিস সুহুতী, পৃষ্ঠা- ৩৬৫, হাদীস নং-৫৮৯৭)

আসুন! নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করার আগে “ভালো ভালো নিয়্যত” করে নিই।

১. আল্লাহ পাকের সম্ভষ্টির জন্য নিজে নেক আমলের পুস্তিকা থেকে আজকের আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করবো এবং অপরকেও উৎসাহিত করবো।
২. যে সকল নেক আমলের উপর আমল হয়েছে, তার জন্য আল্লাহ পাকের হামদ (শুকরিয়া আদায়) করবো।
৩. যার উপর আমল হয় নি, তার জন্য অনুতাপ এবং ভবিষ্যতে আমল করার চেষ্টা করবো।

৪. গুনাহ থেকে বিরতকারী কোনো নেক আমলের উপর (আল্লাহ না করুক) আমল না হলে, তবে তাওবা ও ইস্তিগফার করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে গুনাহ না করার সংকল্প করবো।
৫. বিনা প্রয়োজনে নিজের নেকী (যেমন; অমুক অমুক বা এতগুলো নেক কাজের উপর আমল করেছি) প্রকাশ করবো না।
৬. যে সকল নেক আমলের উপর পরে আমল করা যাবে (যেমন; আজ ৩১৩ বার দরুদ শরীফ পড়া হয়নি) তবে পরে অথবা কাল আমল করবো।
৭. নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করার মূল লক্ষ্য (যেমন; খোদাভীতি, তাকওয়া, চারিত্রিক শুদ্ধতা, মাদানী কাজের উন্নতি ইত্যাদি) অর্জন করার চেষ্টা করবো।
৮. আগামীকালও নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ (অর্থাৎ আখিরাতের বিষয়ে চিন্তা ভাবনা) করবো।
৯. যেনোতেনো ভাবে ছক পূরণ নয় বরং চিন্তা ভাবনা করে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করবো।

আজ যে সকল নেক আমলের উপর আমল করার সৌভাগ্য অর্জিত হলো, তার নিচে দেওয়া ছকে ঠিক (অর্থাৎ উল্টো ঠিক চিহ্ন) (◀) এবং আমল না হওয়া অবস্থায় (○) চিহ্ন দিন।

বিঃ দ্রঃ- নিজের নেক আমল পুস্তিকার উপর দৃষ্টি রেখেই আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষন করুন।

দৈনিক ৫৬টি নেক আমল:

১. ভালো ভালো নিয়্যত কি করেছে? ২. পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে কি আদায় করেছে? ৩. প্রত্যেক নামাযের পূর্বে কি নামাযের দাওয়াত দিয়েছে? ৪. সূরা মূলক কি পাঠ করেছে? ৫. প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস এবং তাসবীহে ফাতিমা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا কি পাঠ করেছে?

৬. কানযুল ঈমান থেকে তিন আয়াত বা সীরাতুল জিনান থেকে ২ পৃষ্ঠা অনুবাদ ও তাফসীর পাঠ করেছি বা শুনে নিয়েছি? ৭. শাজারা শরীফ হতে ওয়াযীফা পাঠ করেছি? ৮. ৩১৩ বার দরুদ শরীফ পাঠ করেছি? ৯. চোখকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১০. কানকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১১. অহেতুক দৃষ্টি দেওয়া থেকে বিরত থেকে পথ চলতে দৃষ্টিকে নত রেখেছি? ১২. মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব বা পুস্তিকা পাঠ করেছি? ১৩. আযান ও ইকামতের উত্তর দিয়েছি? ১৪. রাগের চিকিৎসা করেছি? ১৫. নিজের আমলের পর্যবেক্ষণ করেছি? ১৬. নিজের নিগরানের আনুগত্য করেছি? ১৭. আপনি, জি হ্যাঁ- বলে কথা বলেছি? ১৮. প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় পড়েছি বা পড়িয়েছি? ১৯. ইশার জামাআতের দুই ঘণ্টার মধ্যে ঘরে পৌঁছে গেছি? ২০. দ্বীনি কাজে দুই ঘণ্টা সময় ব্যয় করেছি? ২১. ফজরের জন্য জাগিয়েছি? ২২. অন্যের ঘরে কি উঁকি দিয়েছি? ২৩. ঘরে কি দরস দিয়েছি? ২৪. মসজিদ দরস দিয়েছি বা শুনেছি? ২৫. সুন্নাহ অনুযায়ী কি পোশাক পরিধান করেছি? ২৬. মাথার চুল রাখার সুন্নাহের উপর আমল হয়েছে? ২৭. এক মুষ্টি দাড়ি রাখা হয়েছে? ২৮. গুনাহ হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সাথে সাথে কি তাওবা করেছি? ২৯. সুন্নাহ অনুযায়ী কি খাবার খেয়েছি? ৩০. মুসলমানদেরকে সালাম দিয়েছি? ৩১. কিছু না কিছু সুন্নাহের উপর আমল হয়েছে? ৩২. যোহরের আগের সুন্নাহ কি ফরযের আগে আদায় করেছি? ৩৩. তাহাজ্জুদ বা সালাতুল লাইল পড়েছি? ৩৪. আওয়াবিন বা ইশরাক ও চাশতের নফল পড়েছি? ৩৫. আসর ও ইশার আগের সুন্নাহ কি পড়েছি? ৩৬. ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে কি একটি দ্বীনি কাজে উৎসাহ দিয়েছি? ৩৭. অন্যের কাছে চেয়ে জিনিস ব্যবহার করি নি তো? ৩৮. মিথ্যা, গীবত ও চুগলী করা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৩৯. কিছুক্ষণ কি মাদানী চ্যানেল দেখেছি? ৪০. ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব করি নি তো? ৪১. সময় মতো ঋণ পরিশোধ কি করেছি? ৪২. বিনয়ের এমন শব্দ তো ব্যবহার করি নি যাতে মন সায় দেয় নি? ৪৩. পরিছন্নতা ও শিষ্টাচারের প্রতি সজাগ ছিলাম কি?

৪৪. মুসলমানের দোষত্রুটি কি গোপন করেছি? ৪৫. তাফসীর শোনা/শোনানোর হালকায় অংশগ্রহণ করেছি? ৪৬. কিছু না কিছু জায়য কাজের পূর্বে কি بِسْمِ اللّٰهِ পাঠ করেছি? ৪৭. চৌক দরস কি দিয়েছি বা শুনেছি? ৪৮. পিতামাতা ও পীর মুর্শিদকে ইসালে সাওয়াব করেছি? ৪৯. অপব্যয় করা থেকে কি বিরত থেকেছি? ৫০. ট্রাফিক আইন কি মেনে চলেছি? ৫১. সাংগঠনিক পদ্ধতিতে কি সমস্যার সমাধান করেছি? ৫২. মুখের গুনাহ থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৩. অহেতুক কথা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৪. হাসি ঠাট্টা, বিদ্রুপ, মনে কষ্ট দেয়া এবং অটুহাসি থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৫. পাগড়ি শরীফ কি বেঁধেছি? ৫৬. পিতামাতার আদব কি করেছি?

কুফলে মদীনার কার্যবিবরণী

★ লিখে কথাবার্তা ১২ বার ★ ইশারায় কথাবার্তা ১২ বার
★ চেহায়ায় দৃষ্টি দেওয়া ছাড়া কথাবার্তা ১২ বার।

সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল

৫৭. ইসলামী বোনের সাপ্তাহিক ইজতিমায় কোনো না কোনো ইসলামী বোনকে ঘর থেকে পাঠিয়েছি? ৫৮. সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা দেখেছি বা শুনেছি? ৫৯. সাপ্তাহিক ইজতিমায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কি অংশগ্রহণ হয়েছে? ৬০. ছুটির দিনের ইতিকাহের সৌভাগ্য কি হয়েছে? ৬১. অসুস্থ বা অসহায়কে সহানুভূতি জ্ঞাপন এবং কারো ইন্তিকালে সমবেদনা জ্ঞাপন কি করেছি? ৬২. সপ্তাহের যে কোন একদিন কি রোযা রেখেছি? ৬৩. সাপ্তাহিক পুস্তিকা কি পড়েছি বা শুনেছি? ৬৪. এলাকায়ী দাওরা কি করেছি? ৬৫. আগে আসতো এখন আসে না- এমন ইসলামী ভাইকে মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা কি করেছি?

মাসিক ৪টি নেক আমল

৬৬. নেক আমল পুস্তিকা জমা করেছি? ৬৭. তিনদিনের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৬৮. সুন্নি আলিম, ইমাম, মুয়াজ্জিন এবং খাদিমকে আর্থিক সাহায্যের খেদমত করেছি? ৬৯. কুফলে মদীনা দিবস কি পালন করেছি?

বার্ষিক ৩টি নেক আমল

৭০. টাইম টেবিল অনুযায়ী একমাসের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৭১. সারা জীবনের সিলেবাস অধ্যয়ন করেছি? ৭২. একত্রে ১২ মাসের মাদানী কাফেলা/ ১২ দ্বীনি কাজ কোর্স/ আমল সংশোধন কোর্স/ ফয়যানে নামায কোর্সের সৌভাগ্য কি অর্জিত হয়েছে?

আমীয়ে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ এর দোয়া

হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি সত্য অন্তরে, একাগ্রচিত্তে নেক আমলের উপর আমল করে প্রতিদিন আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করে এবং প্রতি ইসলামী মাসের প্রথম তারিখে নিজের এলাকার যিম্মাদারকে জমা করিয়ে দেয়, তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু দিও না, যতক্ষণ না সে কালিমা পাঠ করে নেয়। اٰمِيْنَ بِجَاوِزِ النَّبِيِّ الْاَمِيْنِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

صَلُّوْا عَلٰى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ